০৩-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হবেনা, বাবা-ই তোমাদের ডাইরেক্ট এই বর্সা দেন "

প্রশ্নঃ- বাবার আপন হওয়া সত্ত্বেও মায়া কোন্ বাচ্চাদের নিজের দিকে টেনে নেয় ?

উত্তর :- যাদের বুদ্ধি যোগ পুরানো আত্মীয় স্বজনের দিকে যায় , সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই বা কোনো পুরানো স্বভাব আছে, এমন বাচ্চাদের মায়া নিজের দিকে টেনে নেয়। বাইরের সঙ্গ খুব খারাপ, যা মানুষকে শেষ করে দেয়। সঙ্গ খুব শীঘ্র প্রভাবিত করে, তাই বাবা বলেন বাচ্চারা বুদ্ধি যোগ একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত রাখো। বাবাকে ফলো করো। কোনো দেহধারীর প্রতি স্নেহ ভালোবাসা রেখোনা ।

গীত : - তোমাকে পেয়ে আমরা সব কিছু পেয়ে গেছি .....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এখন বেহদের বাবার কাছে আমরা বর্সা প্রাপ্ত করছি। এ সব ভালো করে বুঝতে হবে । কথায় আছে পরম পিতা পরমাত্মা সব ধর্ম স্থাপকদের পাঠিয়ে দেন -- নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করার জন্যে। তবেই তারা এসে ধর্ম স্থাপন করেন। এমন নয় তারা কাউকে বর্সা দেন। না। বর্সা নিয়ে কোনো কথাই থাকেনা। বর্সা একমাত্র বাবা-ই দেন। ক্রাইস্টের আত্মা কি সবার পিতা ? যে বর্সা দেবেন। তিনি তো খৃষ্টানদেরও পিতা নন যে বর্সা দেবেন। তবে তিনি কি বর্সা দেবেন ? প্রশ্ন আছে । আর কাকেই বা বর্সা দেবেন ? তিনি তো ধর্ম স্থাপন করতে আসেন। ওনার আসার পরে খৃষ্টান ধর্মের অন্য আত্মারা আসতে থাকে। বর্সার কোনো কথা নেই। বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। ভাবো ইব্রাহিম , বুদ্ধ, ক্রাইস্ট প্রমুখ যারা এসেছেন তাঁরা কি করেছেন ? কাউকে বর্সা দিয়েছেন কি ? বর্সা দেওয়া একমাত্র বাবার কাজ। তিনি তো নিজেই আসেন। আত্মারা আসে যায় , বৃদ্ধি হতেই থাকে। বর্সা সর্বদা রচয়িতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। এক রচয়িতা হলেন লৌকিক পিতা , দ্বিতীয় হলেন পারলৌকিক পিতা। এই সব হল ধারণা করার কথা। ধারণা তাদেরই হবে যারা অন্যদের দান করবে। এখন বেহদের বাবা সব বাচ্চাদের বর্সা দিতে এসেছেন। বেহদের বাবা-ই বাচ্চাদের বেহদের বর্সা দিয়ে থাকেন। খৃষ্টান , ইসলামী, বৌদ্ধি ইত্যাদি সবার পিতা হলেন একজন। সবাই গড ফাদার বলে। ক্রাইস্টও বলেছেন গড ফাদার। ফাদারকে কখনও কেউ ভোলেনা। গড ফাদার একমাত্র নিরাকারকে বলা হয়। সব নিরাকার আত্মাদের বাবা হলেন একমাত্র পিতা। ধর্ম স্থাপকদেরও এক বাবা হলেন নিরাকার পিতা , ওঁনার কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। সবাই গড ফাদার বলে ডাকে। এক ভারতেই বলা হয় ঈশ্বর হল সর্বব্যাপী। ভারতের কাছেই অন্যরা সর্বব্যাপী বলতে শিখেছে। যদি ঈশ্বর সর্বব্যাপী হন তাহলে ওঁনাকে স্মরণ কেন করো ? সাধুরা সাধনা বা প্রার্থনা কাকে উদ্দেশ্য করে করে ? বাবা তো জিজ্ঞাসা করবেন তাইনা। রচয়িতা সকলের এক , তিনিই পতিত পাবন। সত্যযুগে সবাই পবিত্র-ই হয় , তাহলে পরে পতিত কিভাবে হয় ? লেখা আছে --- দেবতারা বাম মার্গে যায়। এখন পুনরায় পবিত্র দুনিয়ার নির্মাণ হচ্ছে। দ্বাপরের আদি থেকে পতিত দুনিয়া আরম্ভ হয়। ঈশ্বরীয় রাজ্য ও আসুরী রাজ্য অর্ধেক অর্ধেক আছে। ভারতের-ই কথা। রাবণকে ভারতেই দহন করা হয়। সুতরাং বাবা বোঝাচ্ছেন যে অন্য ধর্ম স্থাপকেরা কাউকে বর্সা প্রদান করেন না। ধর্ম স্থাপন করেন , তাই তাঁদের স্মরণ করা হয়। আর ক্রাইস্টকে, ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে

বা শঙ্করকে স্মরণ করলে অথবা তাঁদের প্রার্থনা করলে তাঁরা কিছুই দিতে পারবেন না। দিতে পারেন একমাত্র (শিববাবা) বাবা। ওঁনাকেই সামনে আসতে হয়। কৃষ্ণের মধ্যে পরমাত্মা আসেন -- এমন কথা কেউ বিশ্বাস করবে না ।

বাবা বলেন আত্মারা আমি তোমাদের বর্সা দিতে একটি সময়েই আসি। বাবা বর্সা বাচ্চাদের দেন। বাবা দু'জনকে বলা হয় --- এক শরীরের বাবা , দ্বিতীয় আত্মাদের বাবা, আর কেউ বাবা হতে পারেনা। তোমাদের এই বাবার থেকে অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার থেকে বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। বার্সা একমাত্র শিববাবার কাছে প্রাপ্ত হয় , ব্রহ্মাও বর্সা শিববাবার কাছে নেন। উনি হলেন সকলের সদগতি দাতা। সর্বের মুক্তি জীবনমুক্তি দাতা হলেন তিনি , তাই কাউকেও সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। যদিও কোনো বৃদ্ধজনকে বাবা বা পিতা বলা হয়। কিন্তু পিতা নয়। এক লৌকিক , দ্বিতীয় পারলৌকিক পিতা-ই হয়। এই ব্রহ্মাও হলেন দৈহিক পিতা। তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন। যদিও তোমরা ব্রহ্মাকে বাবা বলো কিন্তু বর্সা তো শিববাবার কাছে প্রাপ্ত হয়, তাইনা। কোন্ বর্সা ? সদগতির। দুর্গতি বা জীবন বন্ধন থেকে তো সবাই মুক্তি লাভ করে। এই সময়ে বিশেষ ভাবে ভারত সহ সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণের বন্ধনে আছে। আত্মারা যারা প্রথমে আসে তারা প্রথমে জীবনমুক্ত থাকে পরে জীবনবন্ধ হয়। প্রথমে সুখ তারপরে দুঃখ ভোগ করতে হবে। এই কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে মুক্তি জীবনমুক্তির প্রাপ্তি হবেনা। ম্যাসেঞ্জাররা কাউকে বর্সা প্রদান করেন না। মুক্তি জীবনমুক্তির বর্সা বাবা-ই এসে দেন। কিন্তু কাউকে ডাইরেক্ট , কাউকে ইন্-ডাইরেক্ট। বাচ্চারা তোমাদের সামনেই বাবা থাকেন। দিন প্রতিদিন তোমরা দেখবে -- বাবা মধুবনের বাইরে কোথাও যাবেন না। এই পুরনো দুনিয়ায় কি বা আছে। শিববাবা বলেন আমার স্বর্গে যাওয়ার অথবা স্বর্গ দেখারও খুশী নেই তো এই দুনিয়ায় কোথায় যাব। এই হল আমার পার্ট , পতিত দুনিয়ায় আসি। বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের কথা বলা হয় , কিন্তু তার মধ্যে কেউ স্বর্গের বিষয়ে বলে না। স্বর্গ তো পরে আসে। আমায় পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে, পরদেশী রাজ্যে আসতে হয়। গাইতে থাকে দূরদেশ বাসী .... এর অর্থ তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। এখন আমরা পুরুষার্থ করি পরে নিজের দেশে আসব। আচ্ছা দ্বাপরের পরে যে আত্মারা আসবে তারা তো পরদেশী রাজ্যে অর্থাৎ রাবণের রাজ্যে আসবে। পবিত্র রাজ্যে তো আসবেনা। তাদের একটু খানি সুখ , একটু দুঃখের পার্ট আছে। তোমরা সত্যযুগ থেকে ভরপুর সুখ ভোগ করো। প্রত্যেকের নিজের পার্ট আছে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বসে সব রহস্য বোঝাচ্ছেন যে আমি দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি, এতে সুখ অফুরন্ত আছে এবং যার জন্যে তোমাদের যোগ্য করি। তোমরা জানো যে আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম তারপর মায়া সম্পূর্ণ অযোগ্য করেছে। বাবা বলেন এখন তোমরা কত অবোধ বা নির্বুদ্ধি হয়ে গেছ , নারদের কাহিনী আছে না ! তোমরা বুঝতে পারো --- মঞ্জিরা বাদক ভক্ত হয়ে লক্ষ্মীকে কিভাবে বরণ করবে ? যতক্ষণ রাজ যোগ শিখে পবিত্র না হয়। যদিও শরীর তো সবারই ভ্রষ্ট অত্যাচারী, কারণ ভ্রষ্টাচার থেকে জন্ম হয়েছে। তোমরা তো হলে মুখবংশী। এ হল খুব বোঝার বিষয় । এই রচয়িতা ও রচনার নলেজ বাবা নিজেই এসে দেন। সব পয়েন্ট গুলো কেউ বুঝতেও পারবেনা। এখান থেকে বাইরে গেলেই -- কোনো অসঙ্গতিতে গিয়েই শেষ হয়ে যাবে। বলাও হয় সঙ্গতি উদ্ধার করে কুসঙ্গ নিমজ্জিত করে ... যদিও এখানে বসে আছে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি যোগ নেই। জ্ঞান না থাকলে সঙ্গদোষে পতন হয়। কারো কোনো স্বভাব থাকলে (তা সে ভালো সঙ্গও হতে পারে আবার খারাপ সঙ্গের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য) তার সঙ্গ করলে তীব্র ভাবে তার প্রভাব পড়ে। এখানে হল বাবার সঙ্গ। তারপরে যারা বাবাকে ফলো করে অন্যদেরও উদ্ধার করে ,

তারাই উঁচু পদ মর্যাদা লাভ করে। নতুন বাচ্চারা বলে বাবা আমরা চাকরি ছেড়ে এই সার্ভিস করব ? বাবা বলেন ভবিষ্যতে মায়া এমন নাক দিয়ে ধরবে যে বলার নয় । অনুভব বলে যে এমন অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে পরে এখান থেকেও চলে গেছে। ঈশ্বরীয় জন্ম তো হয় তারপর মায়াও টেনে নেয়। ভালো বাচ্চাদের মায়া এক ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দেয় , যাদের বুদ্ধি যোগ বাইরে থাকে, পুরানো আত্মীয় স্বজনদের দিকে থাকে, বাবা বলেন দেহধারীদের সঙ্গে বেশী বুদ্ধি যোগ রেখো না । এই বাবার (ব্রহ্মাবাবা) সঙ্গে যতই তোমাদের ভালোবাসা থাকুক এনার সঙ্গেও বুদ্ধি যোগ রাখবেনা। শিববাবাকে স্মরণ না করলে বিকর্মের বিনাশ হবেনা। কোনো দেহধারীর প্রতি ভালোবাসা রাখবেনা। সৎসঙ্গে সব দেহধারীরা- ই কথা কাহিনী শোনায়। কেউ মহাত্মার নাম নেয়। এমন থোড়াই বলে যে পরম পিতা পরমাত্মা শিব আমাদের পড়ান। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান --- আমি হলাম এই রচনার চৈতন্য বীজ। সম্পূর্ন বৃক্ষের জ্ঞান আমারই আছে। সেইটি হল জড় বীজ। যদি চৈতন্য হত তবে শোনাত। আমি বীজ স্বরূপ আমাতে নিশ্চয়ই বৃক্ষের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান থাকবে। এই হল বেহদের কথা। এই সময়ে হল তমপ্রধান রাজ্য, তাই এর আড়ম্বর তো থাকবেই। কত বড় নাম রাখা হয় --- জ্ঞানেশ্বর , গাঙেশ্বরানন্দ ..... কিন্তু আনন্দ তো কারো প্রাপ্তি হয়না। সন্ন্যাসী নিজেই বলে এই সুখ হল কাক বিষ্ঠা সমান। কিন্তু স্বর্গের নাম ভোলেনা। বলে অমুক স্বর্গে গেছে তবুও পিতৃজন দের ডাকা হয়। আত্মা কারো শরীরে প্রবেশ করে কথা বলে। কিন্তু আত্মা আসে কিভাবে কেউ তা জানেনা। শরীর অন্যের , খাদ্য গ্রহণ করেও সেই আত্মা। তার পেটে পড়বে। হ্যাঁ যাকে ডাকা হয়েছে সেই আত্মা শুধু অনুভূতি করবে। শিববাবা হলেন অভোক্তা। ভোজন গ্রহণ করেন না । মাম্মার আত্মা এসে ভোজন গ্রহণ করে। পিতৃজন এসে ভোজন গ্রহণ করে , এইসব বুঝবার কথা । সুতরাং কেবল মাত্র একজন ছাড়া কাউকেও বাবা বলা হয়না, এনার কাছে কি বর্সা প্রাপ্ত হবে ? কিছুই প্রাপ্ত হবেনা। ক্রাইস্ট বর্সা দিয়েছেন কি ? উনি তো লড়াই করে রাজ্য স্থাপন করেছেন। ক্রিস্টিয়ানরা লড়াই করেছে। যখন ধনের বৃদ্ধি হয়, ধন একত্রিত হয় তখন রাজত্ব চলে। এমন তো নয় খৃষ্টানরা রাজত্ব দিয়েছে। এমন বলা হবে রাজত্ব নিজের পুরুষার্থ দ্বারা ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী প্রাপ্ত হয় , বাকি মানুষ কাউকে কিছু দিতে পারেনা। যদিও বা দেয় সেও অল্পকালের সুখ। এখন তো হল তমঃ প্রধান। মায়ার অনেক জোর এখন , মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। যে মায়া জিত হয়, সে জগৎজিত। মানুষ শান্তিতে থাকার জন্যে কত মাথা ঘামায়। মন এমনি এমনি থোড়াই শান্ত হয়। এখানে তো কিছু বিদ্যা শিখে হিপ্নোটাইজ ইত্যাদি করে অজ্ঞান করে দেয়। পরিশ্রম আছে, কারো আবার মাথাও খারাপ হয়ে যায়। বাবা বলেন যদি কোনো কর্মবন্ধনে অথবা মিত্র আত্মিয়দের দিকে বুদ্ধি যায় তাহলে বিকর্মের বিনাশ হবেনা। দেহধারীদেরকে বুদ্ধি থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে। সবাইকে ভুলে যাও, তোমার মরলে তোমার কাছে দুনিয়াও মৃত। দুনিয়াকে স্মরণ করো তাই তোমরা দন্ড ভোগ করো। তোমরা বলো বাবা আমরা মরে গেছি। আমরা আপনার হয়েছি তাহলে মিত্র আত্মীয় স্বজনদের দিকে বুদ্ধি যায় কেন ? তার মানে তোমরা এখনও মরে যাওনি ! বাবার আপন হওনি! অনেকে আছে যাদের কর্মবন্ধনের চিন্তা থাকে । স্মরণে বসেও সেসব সঙ্কল্প বুদ্ধিতে আসে। এখানে বাবার কোলে আছো মনে মরে গেছ তাইনা। সুতরাং বুদ্ধি যোগ কোথাও যাওয়া উচিত নয়। সন্ন্যাসী ঘরসংসার ত্যাগ করে, অর্থাৎ মরে যায়। যদি স্মরণে আসবে তাহলে যোগ করবে কিভাবে। কেউ আবার বাড়ি ফিরে আসে। কেউ পাকা থাকে, একদম স্মরণ করেনা। তোমাদের বুদ্ধি যদি বাইরে যায় তো উঁচু পদের প্রাপ্তি হবেনা। বাচ্চা হয়েছ তো সম্পূর্ণ ফলো ফাদার করতে হবে। একটুও যেন মোহ না থাকে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে মরার পরেও ঐ দিকে চলে যায়। ৫ শতাংশ বুদ্ধি এইদিকে , ৯৫ শতাংশ বুদ্ধি বাইরের দিকে, ঘুরতে থাকে। না এই দিকের , না ঐ দিকের।

বাবার আপন হলে তো বুদ্ধি-ই শেষ। যেন মৃত্যু হয়েছে। এই বেহদের সন্ন্যাসে কেউ বিশেষ জনই আসতে পারে। মালার মুক্তো সেই হতে পারে। এইটাই তো ভাগ্য। এখানে এসে যে থাকে --- তাদের পরিশ্রম হওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখা গেছে এখানে যারা থাকে তাদেরই বেশি পরিশ্রম হয়। বাইরে যারা থাকে তারা তীব্র বেগে এগিয়ে যায়। কারো প্রতি মোহ থাকেনা। তারা ভাবে এই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সার্ভিস করি। সেও তো দেখতে হয় যে -- জ্ঞানে পাকা আছে কি ? যদি কাঁচা হয় আর স্বামী মারা যায় তাহলে তো যেন ঘায়ে নুনের ছিঁটা পরে গেল । যতক্ষণ ভালোভাবে মৃতবৎ স্থিতি না হয়েছে ততক্ষণ কাটা ঘায়ে নুন পড়তেই থাকবে । এখানে তো বাবা বলা মাত্রই , ব্যস , হয়ে গেল বাবার আপন । পুরানো সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। সে জানে আর তার কর্ম জানে। আমরা কি জানি। এত খানি উদ্যম হওয়া উচিত। এমন অনেক কমই আছে। বাবাকে পেয়ে আর কারো পরোয়া করেনা, এতখানি সাহস থাকা চাই। সত্য হৃদয় হবে, শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে তো কেউ আটকাতে পারবেনা। পবিত্র হতে কেউ বিঘ্ন ঘটাতে পারবেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কর্মবন্ধনের চিন্তায় থাকবেনা। বুদ্ধিকে দেহধারীদের সঙ্গে যুক্ত রাখবেনা। বেহদের সন্ন্যাস করতে হবে।

২) বন্ধন মুক্ত হতে সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট মোহ হতে হবে। সত্য হৃদয় রাখতে হবে। জ্ঞানে পাকা ও সাহসী হতে হবে।

বরদান :- আমার ভাবের ত্রুটি বা অপূর্ণতাকে সমাপ্ত করে ভরপুরতার অনুভবকারী সম্পূর্ণ ট্রাস্টি হও।

ব্যাখা: যদি বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী নিমিত্ত হয়ে থাকো, তবে এটা আমার প্রবৃত্তি নয় বা আমার সেন্টার নয়। প্রবৃত্তিতে থাকলেও ট্রাস্টি, সেন্টারে থাকলেও ট্রাস্টি - এ হল বাবার সেন্টার আমার নয়, তাই সদা শিববাবার ভান্ডার , ব্রহ্মাবাবার ভান্ডার --- এইরূপ স্মৃতিতে থাকলে ভরপুর অনুভব করবে। আমার ভাব অনুভব করলেই ভান্ডার ও ভান্ডারী কোনোটারই বৃদ্ধি হবেনা। কোনো কাজে যদি ত্রুটি থাকে অর্থাৎ অপূর্ণতা থাকে তাহলে এর কারণ হল বাবার না ভেবে আমার ভাবা অর্থাৎ অশুদ্ধতা মেশানো আছে।

শ্লোগান - বাবার সমান হতে হলে ভাবা, চাওয়া ও করা --- তিনটিকে সমান করো ।